# মার্জনে মন্তব্য

না, 'আগামীকাল ভালোবাসা বন্ধ' থাকেনি। 'আগামীকাল ভালোবাসা বন্ধ থাকবে' বলে যে নাটক গত আটাশে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, তা আর হয়নি। 'আগামী যে কোনও সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে' বলে শিল্পকলা একাডেমী থেকে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে আর সেই সঙ্গে 'দর্শকদের অসুবিধা'র জন্য প্রকাশ করা হয়েছে দুঃখ।

কেবল নাটকটি দেখাতে না-পারার কারণটি যা উহ্য হয়ে রয়ে গেছে।

**চোরের মায়ের বড় গলা**

খবরে প্রকাশ, পিরোজপুর সরকারী কলেজ কেন্দ্রের প্রায় শ-খানেক ডিগ্রী পরীক্ষার্থী দু-তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার পর আর পরীক্ষা দিতে বসছেন না। নকল করার সুযোগ মিলছে না বলেই নাকি তারা পরীক্ষা দিচ্ছে না। যে ক'দিন পরীক্ষা হয়েছে, তারই মধ্যে নাকি চোদ্দজনকে অসাধুতার জন্য বহিষ্কার করতে হয়েছে। গত বছর তো এই ডিগ্রী পরীক্ষায় গণটোকাটুকির বাড়াবাড়ির জন্য শেষতক বাতিল করতে হয়েছিল পুরো কেন্দ্রটিকেই। অবশেষে সুষ্ঠু পরিবেশ রচনার প্রতিশ্রুতিতে কেন্দ্রটি এ বছর পুনর্বহাল হয়েছে। কিন্তু হায়, প্রতিশ্রুতি রাখতে গেলে পরীক্ষার্থী ধরে রাখা যায় না। নকল করার অধিকার দাবী করছে নকলকারীরা। এরই নাম বুঝি চোরের মায়ের বড় গলা।

**বায়োনিক কান**

একটি বায়োনিক কান তৈরি করার অর্ডার দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া সরকার। এরজন্য ইতিমধ্যেই একটি অস্ট্রেলীয় কোম্পানীকে দেয়া হয়েছে বিশ লাখ ডলার। অস্ট্রেলিয়া জাতীয় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ এ অর্থের জোগানদার। মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক এ যন্ত্রের উদ্ভাবক বলে জানা গেছে। নয় বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অত্যাশ্চর্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রটির আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। এই যন্ত্র স্বাভাবিক

## পথের পাঁচালি

আওয়াজকে জোরদার করে তুলে রূপান্তরিত করবে ইলেকট্রনিক শব্দতরঙ্গে।

অস্ট্রেলিয়ায় অভিনব হলেও বায়োনিক কানের অস্তিত্ব এই বাঙাল মুলুকে আদৌ নতুন নয়। যে কোনও তুচ্ছ শব্দাবলী সহস্র আকারে পল্লবিত করে শোনার অপূর্ব ক্ষমতা বঙ্গ-সন্তানের কর্ণকুহরের রয়েছে। কেবল তাই নয়, বঙ্গবাসীর কর্ণপটাহ বাতাসের মর্মরধ্বনি থেকেও অন্তর্নিহিত কথা আবিষ্কারে সক্ষম। তারই ফলে জন্ম আদম রেডিওর। এ রেডিও প্রচার ক্ষমতা এমনি শক্তিশালী যে এ পারে জিন্দাকে মরা ও মরাকে জিন্দা করতে। গুজবে পটু বাঙালীর সাফল্যের উত্তম সম্ভবতঃ বায়োনিক অডিটিং নার্ভ।

**পতিদাহ?**

চা শ্রমিক সুরেন্দ্র তাঁর স্ত্রী বিনোদিনীকে হত্যা করে ক্ষণিক পরেই স্বেচ্ছায় তাঁর অনুগামী হয়েছেন। সিলেটের এক খবরে জানা গেছে, গভীর রাতে দাম্পত্য বিবাদের কারণেই নাকি এই স্ত্রী-নিধন। তরুণী বিনোদিনী ঘায়েল হয়েছেন তেজবান স্বামীর দায়ের কোপে। খবরের ব্যতিক্রমী অংশ হচ্ছে, স্ত্রী-হন্তা নিরুদ্দিষ্ট হননি কিংবা আত্মসাফাইয়ের চেষ্টাও করেননি—উল্টো রশি দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মবিনাশ করে বুঝি সতী-হত্যার বিভ্রম মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন। জানা গেছে, সুরেন্দ্র ভাষাহীন ছিলেন। কাঁড়া আর আকাঁড়া।

গত কয়েক হপ্তা ধরে ফরিদপুরের কোনও কোনও রেশনের দোকানে অত্যন্ত নিম্নমানের গম দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রেশনডিলাররা জানিয়েছেন, গমের পঁচিশ থেকে তিরিশ ভাগই নাকি ধুলো কাঁকরে ভরা। গম সংগ্রহ কালে বুঝি দায়িত্বপ্রাপ্তরা তেমন হুঁশিয়ার ছিলেন না। কারণ যা-ই হোক, এ গম খাবার জন্য কেউ নিতে চাচ্ছেন না। ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া একই কথা—তাই কার্ডধারীদের গোস্বার হেতু বোঝা গেল না।

**গুরু মারা বিদ্যা!**

নকল ধরতে গিয়ে ছাত্রদের হাতে মার খেয়ে এখন ঢাকা হলি-ফ্যামিলি হাসপাতালে রয়েছেন নারায়ণগঞ্জের নন্দর হাইস্কুলের একজন প্রবীণ শিক্ষক। আবুল কাসেম সাহেবের অপরাধ—তিনি স্কুলের প্রিটেস্ট পরীক্ষার কতিপয় ছাত্রকে বহিষ্কার করেছেন। অবশেষে তাদের আকস্মিক চড়াও ও প্রহারে তাঁর ছয়টি দাঁত ও বুকের পাঁজর ভেঙ্গে গেছে। ঘটনার প্রতিবাদে এ যাবৎ সভা যাঁরা করেছেন—তাঁরা শিক্ষক। বিদ্যার্থীদের বিদ্যার ব্যাপকতা অর্জনে অভিভাবক মহলে তেমন প্রতিক্রিয়া এখনও দেখা গেল না। এটাই যা আশ্চর্যজনক ও হতাশাব্যঞ্জক।

—হোসনে আরা শাহেদ